হুমায়ূনের হলুদ হিমু ও কালো র‍্যাবের গল্প

আশীষ বাবলু

হুমায়ূন আহমেদের যে কোনো নতুন প্রকাশিত বই মানেই গরম রুটি। হট কেক। সেই গরম রুটির উপর যদি বিতর্কিত, আলোচিত, বাজেয়াপ্ত এ ধরনের কোনো প্রলেপ লাগানো থাকে তবে তার চাহিদা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা বইটি হাতে নিয়েই বুঝতে পারলাম। গত বই মেলা চলাকালিনই পাঁচটি সংস্করন প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাংলার ঘরে ঘরে পৌছে গেছে 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব'।

গল্পটা হিমুকে নিয়েই। হুমায়ূন আহমেদের লেখার সাথে যারা পরিচিত তারা নিশ্চয় চেনেন হিমুকে। পরনে হলুদ পাঞ্জাবী তাতে পকেট নেই, খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায় ঢাকা শহর। থাকে মেসে।

মেয়েরা নিজেদের সাজ পোষাকে ফিটফাট থাকা পছন্দ করে সবসময়ই। তবে ছেলেদের অগোছাল, কেয়ারলেস দেখতেই পছন্দ করে বেশী। শরৎচন্দ্র সেই কবে শ্রীকান্ত উপন্যাসে ভবঘুরে, সাহসী ইমেজ বাঙ্গালী রমনীদের হৃদয়ে পাঁকাপোক্ত ভাবে বসিয়ে দিয়েছেন। হুমায়ূন আহমেদের হিমুর এই জনপ্রিয়তার মূলেও কিন্তু হিমুর অগোছালো ভবঘুরে সাহসী স্বভাব। এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল রোমিও ইমেজ।

হুমায়ূন আহমেদের এই উপন্যাসের শুরুতেই ঘটনাক্রমে, হিমু দুটো ফ্লাস্ক আর বগলে একটি বই যার নাম চেঙ্গিস খান' নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানে 'গ্রম চা, গ্রম কফি' বিক্রি শুরু করেছে। ডিমান্ড বেশী বলে দামও বাড়িয়ে দিয়েছি। চা পাঁচ টাকা, কফি দশ টাকা। সেই উদ্দ্যানে ট্রাক সুট পরে জগিং করছিল তার খালু। ডায়বেটিস কমানোর দৌড়। খালু হিমুকে চা কফি বিক্রি করতে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছে। হিমু বলে, স্বাধীন ব্যাবসায় নেমে পড়লাম, খাবেন এক কাপ?

সেই স্বাধীন ব্যাবসা শেষ করে রাত এগারোটায় মেসে ফেরার পথে ধরা পরলো র‍্যাবের হাতে। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান। র‍্যাবেরা ফ্লাস্ক, বালতি তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, বাদ সাধলেন বগলের বইটি। জঙ্গি বই। জঙ্গির নাম চেঙ্গিস খান। হিমুকে তুলে নিল র‍্যাবেরা গাড়িতে। হিমু গাড়িতে উঠে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, স্যার ক্রসফায়ার হবে? আমার চোখ বাধবেন না? র‍্যাবেরা কোন জবাব দিলো না। হিমু ভাবছে, পুলিশের সঙ্গে র‍্যাবের এটাই তফাৎ। পুলিশ কথা বেশী বলে। র‍্যাব চুপচাপ। তারা কর্মবীর, কর্মে বিশ্বাসী।

হিমু এখন র‍্যাবের অপিসে বসে আছে। হাত পেছন থেকে বাঁধা। টেবিলের ঐ পাড়ে তিন জন বসে। মাঝখানে যে বসে আছেন তার হাতে 'চেঙ্গিস খান' বইটি। বইটির ভেতর কোনো সাংকেতিক কিছু আছে কিনা সেটা ধরার চেষ্টা করছেন।

হমায়ূন আহমেদের ভাষায় শুনুন - "ভদ্রলোকের বাঁ পাশে যিনি বসে আছেন তার মুখ ঘামে চট চট করছে। মনে হচ্ছে এই মাত্র তিনি ক্রসফায়ারিং সেরে এলেন। ভদ্রলোকের নাম দেওয়া গেল 'ঘামবাবু'। তৃতীয় ব্যাক্তির নাম ঘামবাবুর সাথে মিল রেখে দিলাম 'হামবাবু'। তার মুখ ভর্তি হামের মত দানা। মাঝ খানের জনের নাম এই মুহুর্তে দিতে পারছিনা। তাকে মধ্যমনি নামেই চালাবো'।"

শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। হিমুর খালাকেও র‍্যাবেরা ফোন করলো। খালা বললেন - হিমু বেতাল কাজকর্ম করে। তার কোনো পেশা নেই। শুধু হাঁটাহাটি করে। হিমু চা কফি ফেরি করে শুনে খালা বললেন, নিশ্চই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে। খারাপ উদ্দেশ্য? হতেও পারে!

এবার র‍্যাব জিজ্ঞেস করলো হিমুকে, আপনার নিজের বিষয়ে কিছু বলার থাকলে বলুন।

হিমু বললো, আপনারা যদি চান তবে আমি একটা ছড়া বলতে পারি। হাম বাবু হুঙ্কার দিলেন। মধ্যমনি ঠান্ডা মাথায় বললো, বলতে দিন।

হিমু বলছে, আমার নাম হিমু, আমি একটি ছড়া বলবো। ছড়ার নাম 'র‍্যাব'।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
র‍্যাব এলো দেশে
সন্ত্রাসীরা ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে?

হামবাবু রেগে ছড়ার অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। হিমু বললো, রাইমের কোনো মানে হয় না। 'হামটি ডামটি স্যাট আপন এ ওয়াল' এর কি কোনো মানে আছে?

হামবাবু বললেন, ফাইজলামি ধরনের কথা বলে র‍্যাবের হাত থেকে পার পাওয়া যাবে না। হিমু বললো, জানি স্যার। উপরে আছেন রব আর নিচে আছেন র‍্যাব।

এতক্ষনে র‍্যাবদের ধৈর্য্যচুতি ঘটলো। হামবাবু হিমুকে প্রচন্ড এক চড় দিতে এসে পা পিছলে ধরাশায়ী হলেন। শুধু ধরাশায়ী নয়, ষ্ট্রোক হয়ে কোমায় চলে গেলেন। তাকে পাঠানো হলে হাসপাতালে।

হিমুকে বন্দিকরা হলো জানালা বিহিন একটা ঘরে। সেখানে দেখা হলো ছাদেকের সাথে। মুরগী ছাদেক নামে সে পরিচিত। তার হাত-পা বাঁধা। কপাল ফেঁটে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। লোকটার মুখের কাছে এক গাদা মশা ভন ভন করছে। হুমায়ূন আহমেদ লিখছেন, "মশাদের কাজ কারবার বুঝতে পারিনা। লোকটার কপাল, থুতনি এবং গায়ে চাপ চাপ রক্ত। মশারা ইচ্ছা করলে সেখান থেকে রক্ত খেতে পারে। তা না করে মশারা তাকে কামরাচ্ছে।"

মুরগী ছাদেক হিমুকে জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম? হিমু উত্তরে বলে, 'কফি হিমু' বলতে পারেন। কফি বিক্রী করি।

আপনাকে ধরেছে কেন?

কফি বিক্রীর জন্য ধরেছে।

অপরাধ তেমেন গুরুতর নয়। তবে সামান্য অপরাধেও ক্রসফায়ারের বিধান আছে।

মাঝরাতে হিমুকে ছেড়ে দিল। হিমুর নষ্ট হয়ে যাওয়া কফির দাম ষাট টাকা আদায় করে মেসে ফিরলো।

পরদিন পত্রিকার পাতায় প্রধান খবর **শীর্ষ সন্ত্রাসী মুরগী ছাদেক ক্রসফায়ারে নিহত** ।

. . . . . জিজ্ঞাসাবাদের পর অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজে র‍্যাব সদস্যরা তাকে নিয়ে গাজীপুরের দিকে . . . . . এই সুযোগে গাড়ীথেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় ক্রসফায়ারে মুরগীছাদেক নিহত . . . . . তার মৃতদেহের সঙ্গে পাঁচ রাউণ্ড গুলি সহ একটি পিস্তল পাওয়া গেছে . . . . . ।

হিমু খবরটা মনদিয়ে পড়লো । সবই ঠিক আছে । একটা শুধু সমস্যা । গ্রেপ্তার এবং জিজ্ঞাসাবাদের পরও মুরগী সাদেক পাঁচ রাউন্ড গুলি এবং একটি পিস্তল নিয়ে র‍্যাবের সাথে গাড়িতে বসেছিল?

পত্রিকায় হিমু অন্যান্য যে খবর গুলো দেখলো তা আপনাদের জানানোর লোভ সামলাতে পারছিনা ।

নাটক চলছে 'পবন বাবুর শেষ খায়েস'
অশ্লীলতার দায়ে 'মাইরা ফালামু' ছবির প্রিন্ট বাজেয়াপ্ত ।
গল্প ছাপা হয়েছে 'কোথায় গেল সিম কার্ড' ?
কবিতা ছাপা হয়েছে 'অড়াই বিঘা জমি'
হুমায়ূন আহমেদ কমেন্ট করছেন, এই কবি নিশ্চই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আধা বিঘা বড় ।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন দুই বিঘার কবিতা ।
ইনি লিখেছেন আড়াই বিঘার ।

এদিকে হিমুর পেছনে লাগানো হয়েছে র‍্যাবের টিকটিকি । একজন গুপ্তচর ভিক্ষুকের বেশ ধরে হিমুর মেসের সামনে গান গাইছে -

দীনের নবি মোস্তফায়
রাস্তদিয়া হাইটা যায়
ছাগল একটা বান্দা ছিল
গাছের তলায়

হিমু ভিক্ষুকের গান শুনে বললো, আপনার গলা ভাল, তবে গানের কথায় একটা সমস্যা আছে । নবিজী যে দেশে থাকতেন সে দেশে ছাগল পাওয়া যায় না । বলেন, দুম্বা একটা বান্দা ছিল গাছের তলায় ।

সেই ভিক্ষুককে হিমু মেসে নিয়ে এসে সে দিনকার ইমপ্রুমেন্ট ডায়েট, প্লেইন পোলাও আর রেজালা খাইয়ে নিজ বিছানায় শুইয়ে দিল । পান খাওয়ালো জরদা সহ । লিখেছেন, জরদা ছাড়া পান আর নিকোটিন ছাড়া সিগারেট একই জিনিষ ।

এদিকে হিমুর খালু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জগিং করতে করতে একটি ঝি ঝি মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় । মেয়ের নাম 'ফ্লাওয়ার' । তাকে সে বিয়ে করতে চায় । খালু বলে, হিমু শোন, এই মেয়েটির সব কিছুই সুন্দর । সামান্য চিনে বাদাম খাবার মধ্যেও তার একটা আর্ট আছে । আস্তেকরে খোসা ভাঙ্গলো । তারপর বাদামে কুটুস কুটুস কামড় ।
- বড় খালা কিভাবে বাদাম খায়?
- ওর কথা বাদ দে । সাত আটটা বাদাম এক সঙ্গে মুখে দিয়ে কচ কচ করে চাবায় ।

হুমায়ূন আহমেদের প্রতিটি হিমুর গল্পে এমন একটি মেয়ে চরিত্র থাকে যে হিমুর প্রেমে পড়ে । এ বইতেও তার ব্যাতিক্রম নাই । তবে এবারের গল্পে হিমুর প্রেমে পড়েছে ব্যাতিক্রমধর্মী একটি মেয়ে । বাঙ্গালী ললনা নয় । একদম হংকং থেকে আগত একটি বিউটি পারলারে কাজ করে, চাইনীজ মেয়ে ।

খালার ফুট ম্যাসাজ করতে আসে বাসায়। হিমুর সাথে বিয়ে দেবার আগ্রহ খালারই বেশী। বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপানো হয়ে যায়। তবে কার্ডে কবে বিয়ে সেই তারিখ লেখা থাকে না।

অনেক চাইনীজ শব্দশেখা যাবে এই বই পড়ে। কিং হে বেই ছা আমাকে এক কাপ চা দেবে?

এদিকে র‍্যাব এসে হিমুকে মেস থেকে আবার ধরে নিয়ে যায়। তবে এবারে হিমুর আপ্যায়ন অন্য ভাবে। তাকে চা বিস্কুট খেতে দেয়। যে হাম বাবু হিমুকে থাপ্পর মারতে গিয়ে কোমায় চলে গেছে তার আত্মিয়দের ধারনা হিমুর আধ্যাতিক কোন ক্ষমতা রয়েছে। একমাত্র হিমুই পারে হাম বাবুর মরন ঘুম ভাঙ্গাতে।
হিমু র‍্যাবদের বলে, আপনারা কিঞ্চিত ভীত মনে হচ্ছে। শক্তিধররাই ভীতু হয়। কারন শিক্তধররাই শক্তির ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত। তবে গড অলমাইটি সমস্ত ক্ষমতা তার নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। কাউকেই তিনি কোনো ক্ষমতা দেননি।

হিমু নজরুলের গান গাইতে গাইতে র‍্যাব অপিস থেকে বের হয়ে যায়। হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, এই প্রথম কোনো ব্যাক্তি প্রেমের গান গাইতে গাইতে র‍্যাব অপিস থেকে বের হলো।

এদিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঝি ঝি মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া হিমুর খালু একদিন মেয়েটির বাসায় যায়। সেখানে এক চিপাগলিতে ষণ্ডা মার্কা দুই ছেলের কিল ঘুষি লাথি খেয়ে টাকা পয়সা সব খুইয়ে রক্তাক্ত হয়ে হিমুর কাছে আসে। তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাগে দুঃখে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে খালু স্বাধীন চিন্তায় ডুবে থাকেন। তার স্বাধীন চিন্তার সবটাই অপরাধীদের শাস্তি বিষায়ক। ফ্লাওয়ার এবং তার দুই সাথীকে র‍্যাবের মাধ্যমে ক্রসফায়ারে ফেলে দেওয়া। তিনি সিদ্ধান্ত নেন -

এক: ক্রসফায়ার বাংলাদেশের জন্য মহৌষধ। যারা ক্রসফায়ারের বিপক্ষে কথা বলে তাদেরকেও ক্রসফায়ারের আওতায় আনা উচিত।

দুই: দেশ পরিচালনার দায়িত্ব র‍্যাবের হাতে দেওয়া উচিত। এ দেশ রাজনীতির উপযুক্ত নয়।

তিন: একটি বিশেষ দিনে দেশে 'র‍্যাব দিবস' পালিত হবে। সেদিন সবাই কালো পোষাক পরবে।

চার: 'র‍্যাব সঙ্গীত' বলে সঙ্গীত থাকবে। ক্রসফায়ারের খবর রেডিও টেলিভিশনে প্রচারের পর 'র‍্যাব সঙ্গীত' বাজানো হবে। সঙ্গীতটা এমন হতে পারে -

আমার কৃষ্ণ র‍্যাব
আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার অস্ত্র তোমার বুলেট
আমার প্রানে বাজায় বাঁশি

এদিকে কাহিনীর শেষ অংশে হিমু তার বিয়ের কার্ড বিলি করছে। ঐ চাইনীজ মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে, যদিও বিয়ের তারিখ কার্ডে লেখা নেই। প্রথম কার্ড মেসের ম্যানেজার জয়নালকে দিলেন।

- মেয়ে চাইনীজ?
- একশ পারসেন্ট খঁটি চাইনীজ। সাপ খাওয়া চাইনীজ। বিয়েতে খাশীর রেজালার পাশাপাশি সাপেরও একটা আইটেম থাকবে।

হোটেলের দারোয়ান, রাস্তার ভিক্ষুক এবং আরো অনেককে বিয়ের কাড দিয়ে দাওয়াত করা হলো। এবার হিমু এলো র‍্যাবের অপিসে দাওয়াত করতে।

সেই হামবাবু এখন অপিসে। অর্থাৎ তিনি সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন।

হিমু র‍্যবের তিন জনকে তিনটি কার্ড দিল। বললো, মেয়ে মেইনল্যান্ড চয়নার, হুয়ান প্রদেশের মেয়ে।

হাম বাবু হিমুকে বললো, আপনি কেন র‍্যাবের কর্মকান্ড সমর্থন করেন না বলুনতো? আপনি কি চান না ভয়ঙ্কর অপরাধীরা শেষ হয়ে যাক? ক্যান্সার সেল কে ধ্বংস করতেই হয়। ধ্বংস না করলে ঐ সেল সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

হিমু বললো, স্যার মানুষ ক্যান্সার সেল না। প্রকৃতি মানুষকে অনেক যত্নে তৈরী করে। একটা ভ্রুন মায়ের পেটে বড় হয়। তার জন্য প্রকৃতির কি বিপুল আয়োজন। তাকে রক্ত পাঠায়, অক্সিজেন পাঠায়। অতি যত্নে তার শরীরের একেকটা অংশ তৈরী হয়। এত যত্নে তৈরী একটা জিনিষ বিনা বিচারে ক্রসফায়ারে মারা যাবে, এটা কি ঠিক?

- পিশাচের আবার বিচার কি?
- পিশাচের ও বিচার আছে। পিশাচের কথাও আমরা শুনবো। সে কেন পিশাচ হয়েছে এটাও দেখবো।

এই কয়েকটা সংলাপে হুমায়ূন আহমেদ খুবই সহজ ভাবে র‍্যাব সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যাক্ত করেছেন। যে কোনো বিবেকী মানুষ তার সাথে একমত হবেন।

উপন্যাসের শেষ দৃশ্যটি একটি করুন।

হামবাবু হিমুকে বললো, আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে। যে চাইনীজ মেয়েটির নাম আপনার বিয়ের কার্ডে লেখা তাকে গতকাল রাতে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। সে আন্তর্জাতিক ড্রাগ স্মাগলিং এর সাথে যুক্ত। দ্রুত বিচারে মেয়েটির যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছে।

জেলে গিয়ে হিমু চাইনীজ মেয়েটির সাথে দেখা করেছে। আশ্চর্য! তার চেহারা কিভাবে জানি বাঙ্গালী মেয়েদের মত হয়ে গেছে। দেখে মনেই হয় না মেয়েটি বিদেশীনি। গায়ের রং সামান্য ময়লা হয়েছে কিন্তু চোখ আগের মতই উজ্জল। মেয়েটি চোখের পানি আটকে রাখতে পারেনি। অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়েছে গালে। সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করে উঠেছে হীরের দানার মত।